একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

The Evolution of Bengali Children's Literature: From Folklore to Vidyasagar

বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ: লোকঐতিহ্য থেকে বিদ্যাসাগর

Name of the Author: Sandip Ghosh

Affiliation: Research Scholar, Bengali Department, Burdwan University, West Bengal, India

Abstract: Bengali children's literature developed through a gradual historical process rather than emerging suddenly. Although often associated with very young readers, Shibnath Shastri argued that it should include readers up to 15–16 years, as prose literature is difficult for small children. Before the nineteenth century, children's literature in Bengal existed mainly in oral forms such as folktales, rhymes, riddles, and ritual stories, which were collectively created and passed down through generations.

Folktales were the most influential, featuring fantasy, adventure, and moral lessons that shaped children's imagination and values. Rhymes and lullabies helped develop linguistic awareness through rhythm and sound. These oral traditions preserved cultural knowledge and social values.

With the advent of printing and modern education in the nineteenth century, children's literature took written form. Fort William College played a key role in producing early texts, followed by the Calcutta School Book Society and Serampore Mission, which published educational books and magazines like *Digdarshan*. Madanmohan Tarkalankar made children's texts more engaging through works like *Shishushiksha*. This tradition reached its height with Ishwar Chandra Vidyasagar, whose *Barnaparichay* combined simple language, rhythm, and moral teaching, making learning both effective and enjoyable for children.

Keywords : Bengali Children's Literature, Oral Tradition, Folktales, Rhymes and Lullabies, Moral Education, Fort William College, Calcutta School Book Society, Serampore Mission, Madanmohan Tarkalankar, Ishwar Chandra Vidyasaga.

বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ: লোকঐতিহ্য থেকে বিদ্যাসাগর

সন্দীপ ঘোষ

'শিশু-সাহিত্য' বলতে আমরা সাধারণত খুব ছোট, চার-পাঁচ বছরের বাচ্চাদের উপযোগী সাহিত্যকেই বুঝি। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী এই ধারণার সঙ্গে একমত ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, এত কম বয়সে শিশুদের জন্য প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়; বরং শিশুসাহিত্যের পরিধি ১৫-১৬ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া উচিত। বিশেষ করে গদ্যনির্ভর সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, কারণ খুব ছোট শিশুদের পক্ষে গদ্য পাঠ ও অনুধাবন করা কঠিন। একথা বলাই যায় যে বাংলা সাহিত্যে শিশুদের জন্য পৃথক সাহিত্যচিন্তা উনিশ শতকের আগে গড়ে ওঠেনি। তাই শিশুসাহিত্যের লিখিত রূপের ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন নয়। তবে এর অন্তঃসলিলা প্রবাহটি আদিম লোকজ ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত ছিল। এই সাহিত্যের আদিলগ্নকে মূলত মৌখিক সাহিত্যের কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আদি যুগের এই শিশুসাহিত্য কোনো নির্দিষ্ট রচয়িতার সৃষ্টি ছিল না, বরং তা ছিল একটি জনপদ বা বিশেষ সংস্কৃতির সামষ্টিক সম্পদ। এই সময়ের সাহিত্যের মূল ভিত্তি ছিল গ্রামবাংলার শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, ছড়া এবং ধাঁধা।

শিশুসাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী শাখা ছিল লোকজ রূপকথা। এই গল্পগুলোর পরিকাঠামো মূলত বীরত্ব, জাদুকরী বাস্তবতা এবং শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তেপান্তরের মাঠ, সাত সমুদ্র তেরো নদী, পক্ষীরাজ ঘোড়া কিংবা দেবতা-রাক্ষসের মতো অতিপ্রাকৃত উপাদানগুলো শিশুদের কল্পনার জগৎকে অসীম বিস্তার দান করত। এই কাহিনিগুলোর মাধ্যমে শৈশবেই ন্যায়বিচার ও সাহসিকতার একটি নৈতিক ধারণা বপন করা হত। আমরা জানি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহমান এই মৌখিক ঐতিহ্যকেই একটি সাহিত্যিক রূপ দেন যখন 'ঠাকুরমার ঝুলি'র মতো গ্রন্থ সংকলন করে।

ছড়া এবং ঘুমপাড়ানি গান ছিল আদি যুগের সাহিত্যের সুর ও ছন্দের আধার। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এই ছড়াগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলোর মাধ্যমেই শিশুরা প্রথম ভাষার ধ্বনিগত বৈচিত্র্যের সাথে পরিচিত হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে এই ছড়াগুলোর কাব্যমূল্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে কোনো যৌক্তিক অর্থ ছাড়াই কেবল ধ্বনিমাধুর্যের মাধ্যমে এগুলো শিশুর মনে এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি করত। 'আগুডুম বাগডুম' বা 'হিকি মিকি চাম চিকি'-র মতো নিরর্থক কিন্তু ছন্দোবদ্ধ শব্দমালা আদতে ছিল শিশুর আদিম কৌতূহল ও আনন্দবোধের বহিঃপ্রকাশ।

পাশাপাশি আদি যুগের সাহিত্যে ব্রতকথা ও পশুপাখির কাহিনি একটি বড় স্থান দখল করে ছিল। প্রকৃতির সাথে মানুষের যে নিবিড় সম্পর্ক, তা এই গল্পগুলোর মাধ্যমে শিশুদের সামনে উন্মোচিত হত। শিয়াল পণ্ডিত, বাঘের গল্পের মাধ্যমে জীবনবোধ ও চাতুর্যের শিক্ষা দেওয়া হত, যা মূলত 'হিতোপদেশ' বা 'পঞ্চতন্ত্র'-এর ভাবধারা থেকে উৎসারিত। এই মৌখিক ঐতিহ্যের ধারাটি কেবল বিনোদনের মাধ্যম ছিল না, বরং এটি ছিল এক প্রজন্মের অভিজ্ঞতা ও দর্শনকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরের একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।

অর্থাৎ বাংলা শিশুসাহিত্যের আদি যুগ ছিল মূলত একটি 'শ্রুতিনির্ভর' অধ্যায়। মুদ্রণযন্ত্রের অভাব এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই সাহিত্যধারাটি বাংলার জনমানসে এক গভীর সাংস্কৃতিক ভিত তৈরি করেছিল। এই লৌকিক উত্তরাধিকারই পরবর্তীকালে উনিশ ও বিশ শতকের আধুনিক শিশুসাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে।

সাধারণত উনিশ শতকে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গেই মৌখিক সাহিত্য লিখিত রূপ পেল। কিন্তু গদ্যভিত্তিক শিশুসাহিত্যের সূচনা কবে, কীভাবে হল—তার নির্দিষ্ট করে বলা খুবই কঠিন। মূলত যখন বাংলায় মুদ্রণশিল্পের ক্রমবিকাশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসারের হাত ধরে আমাদের স্মৃতিপটে লালিত মৌখিক সাহিত্য এক প্রাণময় লিখিত রূপ লাভ করে। ঠিক তার সঙ্গেই রচিত হতে থাকল শিশু সাহিত্য। এই বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, উনিশ শতকের শুরুতে লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজই ছিল বাংলা গদ্যচর্চা ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনার আদি পটভূমি। যদিও এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ রাজকর্মচারীদের বাংলা শেখানো, কিন্তু সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়েই ছোটদের উপযোগী বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ ছিল সংস্কৃত বা ফারসি থেকে অনুবাদ কিংবা লোকজ উৎস থেকে নেওয়া কাহিনি। এই পর্বে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচিত বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), চণ্ডীচরণ মুন্সী রচিত তোতা ইতিহাস (১৮০৫), সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র থেকে কাহিনি নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের রচনা হিতোপদেশ (১৮০৮) এবং প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩), উইলিয়াম কেরীর ইতিহাসমালা (১৮১২) প্রভৃতি। একথা ঠিক যে তৎকালীন ভাষা কিছুটা কঠিন মনে হলেও কাহিনির গুণে সেগুলো ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং এগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল শিশুদের মনে নীতিবোধ ও আদর্শের বীজ বপন করা।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৭-১৮ খ্রিষ্টাব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য 'দি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এই সোসাইটির লক্ষ্য ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনা ছিল না, তবুও তাদের হাত ধরে ছোটদের উপযোগী অসংখ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতিনির্ভর বই প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়ে তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের যৌথ প্রচেষ্টায় 'নীতিকথা' নামক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আবার একই সময়ে শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'দিগদর্শন' নামক একটি মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। যাকে ইতিহাসবিদ খগেন্দ্রনাথ মিত্র 'বাংলার প্রথম কিশোরপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আশা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, ১৮১৮ সালে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' পত্রিকাকেই আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের সূচনা হিসেবে ধরা যেতে পারে, কারণ এতে শিক্ষামূলক নানা বিষয় সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। তাছাড়াও ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও সমাজতত্ত্বের মতো গম্ভীর বিষয়গুলো সেখানে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হত। এর কয়েক বছর পরই ১৮২২ সালে জন লসনের পরিচালনায় প্রকাশিত হয় 'পশ্বাবলী' নামক সচিত্র পত্রিকা, যেখানে প্রতি মাসে বিভিন্ন জীবজন্তুর বর্ণনা ছবির

মাধ্যমে ছোটদের সামনে তুলে ধরা হত। এই পত্রিকাগুলো নিছক পাঠ্যপুস্তক না হয়ে তথ্য ও চিত্রের মেলবন্ধনে শিশুসাহিত্যের এক নতুন ধারা তৈরি করেছিল।

যদিও এসব রচনা বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রথমদিকের তাই এখানে তেমন সাহিত্যরস ও শিল্পগুণ লক্ষ করা যায় না। তবে বাংলা শিশু-সাহিত্যের ইতিহাসের প্রারম্ভলগ্নে স্কুল বুক সোসাইটি ও শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা ও অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ, পরবর্তী কালে বাংলা শিশুসাহিত্যের যে প্রাঞ্জল সরস ধারা আমাদের চোখে পড়ে তার সূচনা ঘটে এখানেই।

বাংলা শিশুসাহিত্যের এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় যার নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তাঁকে বলা হয় শিশুসাহিত্যের আদি রূপকার। তাঁর 'পাখি সব করে রব' আজও শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের পূর্বে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর রচনা শিশুদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'শিশুশিক্ষা'র প্রথম ভাগ এবং ১৮৫০ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ ছিল বাংলা শিক্ষার জগতে এক পরম বিস্ময়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়েও তিনি বিনা বেতনে বেথুন স্কুলে পাঠদান করতেন এবং বালিকাদের সহজভাবে বাংলা শেখানোর জন্যই এই গ্রন্থমালা প্রণয়ন করেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে উপযুক্ত প্রাথমিক পাঠ্যবইয়ের অভাবে শিশুদের স্বদেশি ভাষা শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। এই বইটি রচনার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের 'শিশুশিক্ষার দেড়শো বছর' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় -"প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসম্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথা নিয়মে স্বদেশ ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসম্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই কয়েকটি পত্র দ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।"

এখানে কেবল বর্ণপরিচয় বা যুক্তাক্ষরের শুষ্ক পাঠ ছিল না, বরং সেখানে ছিল ছন্দের দোলা এবং সুপরিকল্পিত কাহিনি। দুরন্ত বালক বেণী, শান্ত গোপাল কিংবা মাধবের সদ্ব্যবহারের গল্পের মাধ্যমে তিনি শিশুমনের উপযোগী চরিত্র তৈরি করেছিলেন। 'চুরি করা বড় দোষ' কিংবা বনের পশুপাখির কাহিনির মধ্য দিয়ে তিনি নীতিশিক্ষাকে গল্পের রসে জারিত করেছিলেন।

এই ধারাবাহিকতায় ১৮৫০ সালে 'শিশুশিক্ষা'র তৃতীয় ভাগ হিসেবে 'ঋজুপাঠ' প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই ধারারই চতুর্থ ভাগ হিসেবে তাঁর কালজয়ী 'বোধোদয়' রচনা করেন। দেখা যায় যে, স্কুল বুক সোসাইটি ও শ্রীরামপুর মিশনের সেই প্রাথমিক প্রচেষ্টা থেকেই বাংলা শিশুসাহিত্যের যে ভিত তৈরি হয়েছিল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাকে এক সৃজনশীল উচ্চতায় পৌঁছে দেন। তাঁর হাতেই নীরস পাঠ্যপুস্তক সরস সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়। প্রথম দিকের এই রচনাগুলোতে হয়তো আধুনিক সাহিত্যের সূক্ষ্ম শিল্পগুণ পুরোপুরি ছিল না, কিন্তু ভাষাকে সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় করে তোলার যে আন্তরিক চেষ্টা সেখানে ছিল, তাই পরবর্তীকালের সমৃদ্ধ বাংলা শিশুসাহিত্যের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই আদি পর্বের অবদান অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, কারণ এখানেই নিহিত ছিল আমাদের শিশুসাহিত্যের প্রাণবন্ত ও প্রাঞ্জল ধারার আদি উৎস।

তবে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রকৃত বিকাশ ও সার্থক রূপায়ণ ঘটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে। তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যস্রষ্টা নন, বরং একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক। তাঁর সাহিত্যচর্চার মূল লক্ষ্য ছিল মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ, সমাজসংস্কার এবং শিক্ষার প্রসার। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিশুমনের উপযোগী সাহিত্য রচনা না হলে জাতির ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করতে পারে না। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেন, যেগুলি বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গে 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থের রচয়িতা বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০)-এর অভিমত:

"সবার উপরে মানুষ গড়ে তোলাই ছিল তাঁর শিক্ষা-সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। এই সর্বাঙ্গীণ মানবমুখিন শিক্ষানীতির প্রবর্তকরূপে বিদ্যাসাগর আজো শিক্ষাক্ষেত্রে একক স্থান অধিকার করে আছেন।"

বিদ্যাসাগরের রচিত ও অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বোধোদয়', 'ঋজুপাঠ', 'কথামালা', 'চরিতাবলী' এবং 'আখ্যানমঞ্জরী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে ভাবানুবাদকে প্রাধান্য দেন। ফলে মূল গ্রন্থের অনুপযুক্ত অংশ বর্জন করে তিনি শিশুদের জন্য গ্রহণযোগ্য ও উপযোগী সাহিত্য নির্মাণ করেন। তাঁর রচনায় সহজ ভাষা, সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং নৈতিক শিক্ষার সুনিপুণ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিশুদের ভাষাশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার কথা ভেবেই রচনা করেন *বর্ণপরিচয়* (১৮৫৫), যা দুই খণ্ডে বিভক্ত। 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থটি তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী সৃষ্টি। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা বর্ণমালার বিন্যাস করেন এবং সহজ, ছন্দময় বাক্যের মাধ্যমে শিশুদের ভাষাশিক্ষার পথ সুগম করেন। "জল পড়ে পাতা নড়ে" প্রভৃতি বাক্য শুধু ভাষাশিক্ষার উপকরণ নয়, বরং ছন্দ ও ধ্বনির মাধ্যমে শিশুমনে এক বিশেষ আনন্দের সঞ্চার করে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সংযোজিত ছোট ছোট কাহিনিগুলিতে নৈতিক শিক্ষা ও বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা একত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যচিন্তার একটি বিশেষ দিক হল—শিক্ষা ও আনন্দের সমন্বয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিশুমনকে আকৃষ্ট না করে শিক্ষাদান সম্ভব নয়। তাই তিনি এমন ভাষা ও বিষয় নির্বাচন করেন, যা একদিকে যেমন শিক্ষামূলক, অন্যদিকে তেমনি রসমণ্ডিত। তাঁর রচনায় সমাজচেতনা, নৈতিকতা এবং মানবিকতার সমন্বিত প্রকাশ দেখা যায়। ফলে সহজ, সাবলীল ভাষা ও ছোট ছোট কাহিনির মাধ্যমে তিনি শিশুদের শিক্ষা ও আনন্দ—দুটোকেই একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইলেন।

প্রথম ভাগে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শেখানোর পাশাপাশি "জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে, ফল ঝুলিতেছে"–এর মতো বাক্যের মাধ্যমে ভাষার ছন্দ ও সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়েছে। এরপর গোপাল নামের ভালো ছেলে ও রাখাল নামের দুষ্টু ছেলের গল্প দিয়ে শিশুদের নৈতিক বোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে "ভুবন ও মাসী"-র মতো গল্পে খুব সহজভাবে শেখানো হয়েছে—চুরি করা কখনোই উচিত নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে *বর্ণপরিচয়*-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন "জল পড়ে পাতা নড়ে" বাক্যটির কথা। তাঁর মতে, এই সরল বাক্যের মধ্যেই ছিল কবিতার ছন্দ ও আনন্দের এক গভীর অনুভূতি, যা শিশুমনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

শিশুর অক্ষরজ্ঞান থেকে শুরু করে নৈতিক শিক্ষার বিকাশ—সবকিছুর সমন্বয় ঘটেছে *বর্ণপরিচয়*-এ। বিদ্যাসাগর পূর্ববর্তী লেখক মদনমোহন তর্কালঙ্কার-এর পাঠক্রম অনুসরণ করলেও, তিনি এতে অনেক নতুন বিষয় যুক্ত করেন, যা শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলে। 'নবীন', 'সুরেন্দ্র', 'মাধব', 'যাদব' প্রভৃতি চরিত্রের ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে তিনি সমাজচেতনা, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধ শিশুদের মধ্যে গড়ে তুলেছেন।

সমাজসংস্কারক হিসেবে বিদ্যাসাগর যেমন পরিচিত, তেমনি শিশুদের প্রতিও তাঁর গভীর মমত্ববোধ ছিল। তিনি বুঝেছিলেন, শিশুদের শেখাতে হলে শুধু নিয়ম বা পাঠ্য নয়, তাদের আনন্দ ও আগ্রহকেও গুরুত্ব দিতে হবে। তাই গান, ছড়া এবং সহজ গদ্যের সমন্বয়ে তিনি এমন এক শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন, যা শিশুদের কাছে একইসঙ্গে শিক্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, বিদ্যাসাগরের রচনাগুলি কেবল পাঠ্যপুস্তক নয়—তাতে সাহিত্যরস, নৈতিকতা এবং শিশুমনের গভীর উপলব্ধি একসঙ্গে মিশে আছে। সেই কারণেই তিনি বাংলা গদ্যনির্ভর শিশুসাহিত্যের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে আজও সমাদৃত।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটি একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাথমিক প্রয়াস, স্কুল বুক সোসাইটির পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সৃজনশীল অবদান এবং সর্বোপরি বিদ্যাসাগরের সুসংগঠিত সাহিত্যচর্চা—এই সমস্ত উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবেই বাংলা শিশুসাহিত্য তার স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে। এই ধারার মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় শিশুসাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। গঙ্গোপাধ্যায়, আশাদেবী। *বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ।* ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৮৬
২। বসু, বুদ্ধদেব। *বাংলা শিশুসাহিত্য: প্রবন্ধ সংকলন।* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৬৬
৩। বসু, বাণী (সঙ্কলক)। *বাংলা শিশুসাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জি।* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা, ১৯২৪
৪। কুণ্ডু, রঞ্জিতা। *বাংলা শিশুসাহিত্য ভগীরথ যোগীন্দ্রনাথ সরকার।* ইন্টারনেশনাল লিটারেচার এ্যাসোসিয়েশন, কলিকাতা, ১৩৬৭
৫। দে, অশোককুমার। *বাংলা শিশুসাহিত্য পরিক্রমা।* দক্ষভারতী, কলিকাতা, ১৯৯৯
৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *জীবনস্মৃতি।* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩১৯
৭। ঘোষ, বিনয়। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ।* বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৬।